তৃণমূল বার্তা

actionaid

এলআরপি ৫২ | ১৫তম সংখ্যা | জুন-২০২৬

“আর্ট ফর হোপ”: শিশুদের চোখে সৃজনশীলতা, সহনশীলতা ও আশার গল্প

প্রান্তিক শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ”

একশনএইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা-এর সহযোগিতায় আয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে দুই দিনব্যাপী শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ” অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শনীটি ১১-১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে, প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা, ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ মার্চ বিকাল ৩টায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে এই আয়োজনের সূচনা হয়, যেখানে শিশুদের সৃজনশীলতা ও সহনশীলতাকে উদযাপন করা হয়। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচ বছর বয়সী শিশু শিল্পী মারিয়াম নাসরিন আফসানা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একশনএইড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর শিক্ষক খোজাইমা ফাতেহালি জিয়াউদ্দিন, কার্টুনিস্ট ও শিল্পী মোরশেদ মিশু এবং বিশিষ্ট অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী আফজাল হোসেনসহ বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং শিশুদের সৃজনশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও হ্যাপি হোমের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে একশনএইড বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরি করে আসছে। এসব উদ্যোগ শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করেছে, যেখানে তারা শিখতে, বেড়ে উঠতে এবং নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে।

ইতিবাচক অভিভাবকত্ব গড়ে তুলতে কুড়িগ্রামে সচেতনতামূলক সেশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

একশনএইড বাংলাদেশের গার্লস সাপোর্ট প্রকল্পের আওতায় গত ৭ ও ৮ জুন ২০২৬ কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক অভিভাবকত্ব (Positive Parenting) বিষয়ক সচেতনতামূলক সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেশনগুলোতে স্পন্সরশিপভুক্ত পরিবারের মোট ১০০ জন অভিভাবক (প্রতি সেশনে ২৫ জন) অংশগ্রহণ করেন।

সেশনগুলো পরিচালনা করেন উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউ,এস,এস)-এর স্পন্সরশিপ অফিসার মো. রুবেল মিয়া। শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং একটি আইস-ব্রেকিং কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। এ সময় অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের পছন্দ, আগ্রহ ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেন।

পরবর্তীতে ইতিবাচক অভিভাবকত্বের ধারণা তুলে ধরে শিশুর সুস্থ বিকাশের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি– শারীরিক, জ্ঞানীয়, আবেগীয় এবং সামাজিক ও নৈতিক যত্নড়নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি ছেলে ও মেয়েশিশুর প্রতি সমান যত্ন ও সুযোগ নিশ্চিত করার গুরুত্ব এবং পরিবার ও সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শিশু সুরক্ষার অংশ হিসেবে ‘গুড টাচ’ ও ‘ব্যাড টাচ’, নির্যাতনের ঘটনা চিহ্নিত করা এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতে অভিভাবকদের করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া শারীরিক শাস্তি ও বকাঝকার পরিবর্তে অহিংস যোগাযোগ, ইতিবাচক শৃঙ্খলা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণে ‘থামুন, শ্বাস নিন, কথা বলুন’ কৌশল নিয়ে ব্যবহারিক আলোচনা করা হয়।

সেশনে আরও গুরুত্ব পায় সন্তানের লালন-পালনে বাবার সক্রিয় অংশগ্রহণ, পারিবারিক সিদ্ধান্তে সবার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, শিশুদের মোবাইল ফোন আসক্তি প্রতিরোধ, খেলাধুলাভিত্তিক শিক্ষা, আবেগীয় সহায়তা এবং সততা, শ্রদ্ধাবোধ ও দায়িত্বশীলতার মতো নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার বিষয়গুলো।

ইন্টারেক্টিভ আলোচনা, দলীয় অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা ইতিবাচক অভিভাবকত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বাস্তবধর্মী ধারণা লাভ করেন। সেশনের শেষে তারা নিজেদের পরিবারে ইতিবাচক অভিভাবকত্ব চর্চা এবং শিশুদের নিরাপদ, স্নেহময় ও বৈষম্যহীন পরিবেশে বড় করে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

তীব্র শীতে ১,০০০ শিশুর মাঝে কম্বল বিতরণ

প্রতিবেদক: রিয়ামনি, কমিউনিটি জার্নালিস্ট (সিজিজি) সদস্য

উত্তরাঞ্চলের তীব্র শীতে অসহায় ও প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের পাশে দাঁড়াতে গত ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে একশনএইড বাংলাদেশ এবং উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)-এর সহযোগিতায় কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার বড়ভিটা, শিমুলবাড়ী ও ফুলবাড়ী ইউনিয়নের ৯টি স্থানে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় স্পন্সরশিপভুক্ত ১,০০০ জন শিশুর মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

কম্বল বিতরণ কার্যক্রমে বড়ভিটা ইউনিয়নের ৫৪৭ জন (২৬১ জন ছেলে ও ২৮৬ জন মেয়ে), ফুলবাড়ী ইউনিয়নের ৪০ জন (৮ জন ছেলে ও ৩২ জন মেয়ে) এবং শিমুলবাড়ী ইউনিয়নের ৩৭৩ জন (১৪৭ জন ছেলে ও ২২৬ জন মেয়ে) শিশু উপস্থিত ছিল। শীতপ্রবণ এই অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়ায় তাদের পরিবারগুলো স্বস্তি ও আনন্দ প্রকাশ করে।

ওমেন ইনিশিয়েটিভ ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত এ কর্মসূচিতে রিফ্লেকশন সার্কেল দলের সদস্য, অভিভাবক, উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

কম্বল গ্রহণের পর শিশু ও তাদের অভিভাবকরা আয়োজক ও সহযোগী সংস্থার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা জানান, তীব্র শীতের সময়ে এই সহায়তা তাদের অনেক উপকারে এসেছে এবং শিশুদের সুস্থ ও নিরাপদ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আয়োজকদের মতে, সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবসে শিশুদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার উদযাপন

প্রতিবেদক: হাসিব, কমিউনিটি জার্নালিস্ট (সিজিজি) সদস্য

আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস ২০২৬ উপলক্ষে একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) ফুলবাড়ী উপজেলার বড়ভিটা, শিমুলবাড়ী ও ফুলবাড়ী ইউনিয়নের কর্মএলাকার ১৩টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র (এসবিকে)-তে নানা আয়োজনে দিবসটি উদযাপন করে। গত ২২ জানুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে মোট ২৫৭ জন শিশু অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে ৭১ জন ছেলে এবং ১৮৬ জন মেয়ে ছিল।

অনুষ্ঠানে প্রতিটি এসবিকে-তে শিক্ষার গুরুত্ব, শিশুদের স্বপ্ন এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে শিশুরা শিক্ষা কীভাবে তাদের জীবন পরিবর্তন করতে পারে এবং একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সহায়তা করে, সে বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে।

দিনটির অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'আমার স্বপ্ন, আমার ভবিষ্যৎ' শীর্ষক ছবি আঁকার কার্যক্রম। এতে শিশুরা চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে তারা কী হতে চায় এবং নিজেদের স্বপ্নের কথা ফুটিয়ে তোলে। ছবি আঁকা শেষে সেগুলো একটি ভিশন বোর্ডে প্রদর্শন করা হয়। এরপর প্রতিটি শিশু নিজের আঁকা ছবি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সবার সামনে উপস্থাপন করে, যা উপস্থিত সবাইকে অনুপ্রাণিত করে।

আয়োজকদের মতে, এ ধরণের অংশগ্রহণমূলক আয়োজন শিশুদের সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস শিশুদের জন্য হয়ে ওঠে শেখা, স্বপ্ন দেখা এবং নিজের সম্ভাবনাকে নতুনভাবে আবিষ্কারের একটি অনন্য আয়োজন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা

নিজস্ব প্রতিবেদক: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় এবং ইউএসএস-এর আয়োজনে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪ শিশু বিকাশ কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ২১ ফেব্রুয়ারি কেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয় এবং এর গুরুত্ব নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা হয়।

আলোচনার পর শিশুদের জন্য একটি বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শিশুরা অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সাথে দিনটি উদযাপন করে। অনুষ্ঠানে ২০৮ জন মেয়ে ও ৭৬ জন ছেলেসহ মোট ২৮৪ জন উপস্থিত ছিল। প্রতিযোগিতা শেষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী শিশুদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং শহীদদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণে রচনা ও দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা

প্রতিবেদক: মিশু খাতুন, কমিউনিটি জার্নালিস্ট (সিজিজি) সদস্য

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষে গত ৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) ফুলবাড়ী উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের চাইল্ড ফোরাম ও কমিউনিটি জার্নালিস্ট (সিজিজি) গ্রুপের কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণে ব্যতিক্রমধর্মী রচনা ও দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় মোট ২২১ জন কন্যাশিশু অংশগ্রহণ করে।

রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "কীভাবে কন্যাশিশুদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন করা যায়", এবং দেয়াল পত্রিকার বিষয় ছিল "আমরা এখন কী চাই", যেখানে নারী অধিকার, লিঙ্গসমতা এবং নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুরা নিজেদের চিন্তা, মতামত ও সৃজনশীলতা লেখনী ও চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে। তাদের তৈরি দেয়াল পত্রিকাগুলোতে কন্যাশিশুর শিক্ষা, নিরাপত্তা, সমান অধিকার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং সহিংসতামুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান স্থান পায়।

অনুষ্ঠান শেষে রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে খাতা এবং দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতকারী দলগুলোর সদস্যদের কলম উপহার দেওয়া হয়। পুরস্কার পেয়ে শিশুরা আনন্দ প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সৃজনশীল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আগ্রহ ব্যক্ত করে।

আয়োজকদের মতে, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এ ধরনের আয়োজন কন্যাশিশুদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ তৈরি করার পাশাপাশি নারী অধিকার, সমতা এবং সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রথমবারের মতো ভিন্নধর্মী আয়োজনে দিবসটি উদযাপন করতে পেরে অংশগ্রহণকারী শিশুরাও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে।

পহেলা বৈশাখ ২০২৬ উদযাপনে শিশুদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদক: বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ ২০২৬ উপলক্ষে গত ১৪ এপ্রিল ২০২৬ (মঙ্গলবার) একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) ফুলবাড়ী উপজেলার বড়ভিটা, শিমুলবাড়ী ও ফুলবাড়ী ইউনিয়নের মোট ১৪টি স্থানে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে নববর্ষ উদযাপন করা হয়। এতে মোট ৪২০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে।

দিনব্যাপী আয়োজনে শিশুরা আনন্দঘন পরিবেশে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বাংলা ঐতিহ্যবাহী পোশাক প্রতিযোগিতা, যেখানে শিশুরা ঐতিহ্যবাহী পোশাকে নিজেদের উপস্থাপন করে।

প্রতিটি কেন্দ্র থেকে তিনজন করে বিজয়ী নির্বাচন করা হয় এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। অন্য অংশগ্রহণকারীরা করতালির মাধ্যমে বিজয়ীদের উৎসাহিত করে, যা পুরো পরিবেশকে আরও উৎসবমুখর করে তোলে।

এছাড়াও শিশুদের অংশগ্রহণে নাচ, গান এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজন করা হয়। এসব পরিবেশনার মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের আনন্দ ও সাংস্কৃতিক চর্চা প্রকাশের সুযোগ পায়।

সবশেষে সবাই একসাথে ঐতিহ্যবাহী পান্তাভাত (পান্তা ভাত) খাওয়ার মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। আয়োজকরা জানান, এ ধরনের আয়োজন শিশুদের মধ্যে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ফুলবাড়ীতে ১২ দিনব্যাপী ব্লক বাটিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন

প্রতিবেদক: আক্তার, কমিউনিটি জার্নালিস্ট (সিজিজি) সদস্য

কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)-এর বাস্তবায়নে এবং একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় ১২ দিনব্যাপী ব্লক বাটিক কাজের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করছেন মোছা: রাজিয়া খাতুন।

গত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন মো. রবিউল ইসলাম এবং শিমু আক্তার। এ সময় শিমুলবাড়ী, ফুলবাড়ী ও বড়ভিটা ইউনিয়ন থেকে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের ব্লক বাটিকের মৌলিক ধারণা, কাপড়ে নকশা তৈরি, রং প্রয়োগের পদ্ধতি এবং পরিমাণ অনুযায়ী রং ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ সেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আয়োজকদের মতে, এ ধরনের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি ভবিষ্যতে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

উদ্বোধনী ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অংশগ্রহণকারীরা নাচ, গান ও কবিতা পরিবেশনার মাধ্যমে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করে। শেষে প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য অংশগ্রহণকারীরা একশনএইড বাংলাদেশ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

কমিউনিটি পর্যায়ে সাইবার শিল্ড সেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

প্রতিবেদক

২০২৬ সালের ১৬ এপ্রিল কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার বালারহাট আদর্শ স্কুল অ্যান্ড কলেজে একটি সাইবার সচেতনতামূলক সেশন ও সেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি পর্যায়ে নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত এ সেশনটি পরিচালনা করেন মোছা: শিমা খাতুন, মো. নিলয় ইসলাম এবং মোছা. সিমু শেখ। তারা পূর্বে গ্রামীণফোন (এচ) কর্তৃক আয়োজিত সাইবার শিল্ড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে মোট ১৫ জন যুব অংশগ্রহণকারী (১২ জন নারী ও ৩ জন পুরুষ) সাইবার সেবা গ্রহণ করেন। সেশনে অংশগ্রহণকারীদের পাসওয়ার্ড সুরক্ষা, প্রাইভেসি সেটিংস, অনলাইন প্রতারণা, ফিশিং, হ্যাকিংসহ বিভিন্ন সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। পাশাপাশি নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের কৌশল এবং করণীয় বিষয়েও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

এ সেবা ক্যাম্পে মোছা. সাকিলা আখতার এবং মোছা. নাসিমা আখতারের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার সমস্যার সমাধান করা হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের জন্য বাস্তবভিত্তিক শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে।

আয়োজকদের মতে, ডিজিটাল যুগে তরুণদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের উদ্যোগ কমিউনিটিতে নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

"একশন ট্রান্সফরমেশন" প্রকল্পের সমাপনী পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রতিবেদক:

উইমেন ইনিশিয়েটিভ ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় একশনএইড বাংলাদেশ, তরুণ-তরুণী এবং সহযোগী সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণে "একশন ট্রান্সফরমেশন" প্রকল্পের সমাপনী পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ মার্চ ২০২৬ কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার অফিসার্স ক্লাবে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালাটি উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এবং একশনএইড বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এতে মোট ২০ জন তরুণ-তরুণী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও সরকারি কর্মকর্তা, সমমনা সংগঠনের প্রতিনিধি, জেলা জলবায়ু নেটওয়ার্কের সদস্য এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের জন্য একটি টেকসই ও বাস্তবসম্মত ফেইজ-আউট (exit strategy) পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যাতে প্রকল্প সমাপ্তির পর অর্জিত ফলাফলগুলো দীর্ঘমেয়াদে টেকসইভাবে ধরে রাখা যায়।

এ লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীরা প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব বিকাশ এবং নেটওয়ার্কিং শক্তিশালীকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়।

কর্মশালায় প্রকল্প সমাপ্তির পর বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান এবং যৌথভাবে সম্পদ আহরণ কৌশল (resource mobilization) উন্নয়ন নিয়েও গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়।

আয়োজকদের মতে, এ কর্মশালা স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশ এবং সমন্বিত নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে তরুণদের অর্জনসমূহ দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

শিশুশ্রম প্রতিরোধ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

শাওন, কমিউনিটি জর্নালিস্ট (সিজেজি) সদস্য: ১৭ জুন ২০২৬ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় উইমেন ইনিশিয়েটিভ ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (W4CD) প্রকল্পের আওতাধীন ১০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে একযোগে শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে চাইল্ড ফোরাম সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

প্রতিটি সেশনের শুরুতে ফ্যাসিলিটেটররা শিশুশ্রমের কারণ, এর ক্ষতিকর প্রভাব এবং সমাজে এর ফলে সৃষ্ট দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। একই সঙ্গে শিশুদের অধিকার রক্ষা ও সমাজ গঠনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

আলোচনার পর শিশুদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তারা শিশুশ্রম প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন বার্তা তাদের ছবির মাধ্যমে তুলে ধরে। প্রতিযোগিতায় শিশুরা তাদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে শিশুশ্রমের ক্ষতিকর দিকগুলো ফুটিয়ে তোলে।

চিত্রাঙ্কন শেষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী শিশুদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

সবশেষে অংশগ্রহণকারী শিশুরা ভবিষ্যতে শিশুশ্রম প্রতিরোধে সচেতন ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

বাল্যবিবাহের ক্ষতি

বেবি আক্তার , কমিউনিটি জর্নালিস্ট(সিজেজি) সদস্য

বাল্যবিবাহের কারণে নানা রকম ক্ষতি হতে পারে, তন্মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষতি, শিক্ষার ক্ষতি, শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিশুটি তার শৈশব হারিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে তার নানা রকম নির্যাতনের ও বৈষম্যের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা অধিকাংশ বেড়ে চলে।এমনকি শিশুটি জীবন হারানোর হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। প্রতিটি পরিবারে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বাল্যবিবাহ যে একটি অপরাধ, অন্যায় এবং ক্ষতিকারক তা পরিবারের মধ্যে খোলামেলা ভাবে আলোচনা করতে হবে। পরিবারের সকল সদস্যকে এ বিষয়ে আলোচনায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

- পরিবারের কোনো সদস্য বাল্যবিবাহ দিতে গেলে, পরিবারের অন্যান্য সচেতন সদস্যদের এগিয়ে আসতে হবে এবং প্রতিবাদ করতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিরোধ করতে হবে।
- বিয়ে নয় বরং শিশুর জীবনে শিক্ষা অর্জন ও স্বাবলম্বী হওয়াই অন্যতম লক্ষ্য। ছেলে-মেয়েকে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, এটাই পরিবারের মূল দায়িত্ব।
- ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার পাশাপাশি সহ শিক্ষা কার্যক্রম সহ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের উদ্যোগ ও সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে পরিবারকে এগিয়ে আসতে হবে।
- কোথাও কোন বাল্যবিবাহের খবর পেলে তা প্রতিরোধে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- প্রয়োজনে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ নম্বরে ফোন করে সহায়তা নেওয়া।

শিশুদের লেখা কবিতা

বাবা-মা

সনিজতা রানী
কমিউনিটি জর্নালিস্ট(সিজেজি) সদস্য

মা হলেন সোহাগের নদী,
বাবা আমার শক্ত বেদী।
মায়ের আঁচলে শান্তির ছায়া,
বাবার হাত ধরে অসীম মায়া।
তাদের হাসি আমার আকাশ,
ভালোবাসায় পূর্ণ প্রতিটি নিঃশ্বাস।

ছন্দ

বেবি আক্তার
কমিউনিটি জর্নালিস্ট(সিজেজি) সদস্য

আকাশেতে উড়ে বেড়ায়,
সাদা সাদা বক।
সেই ডানায় লেখা আছে,
ঈদ মোবারক।

চিত্রাংকন

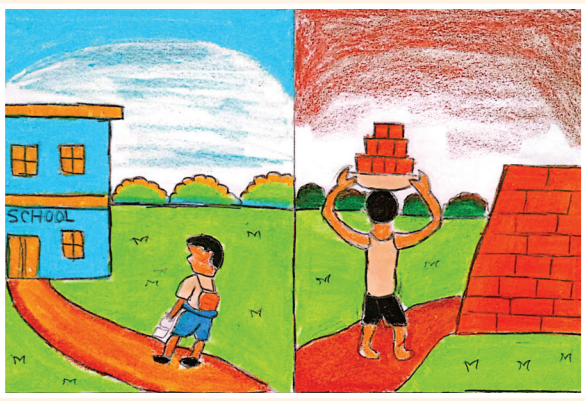

সুবর্ণা রানী, প্রথম শ্রেণি

জেমি খাতুন, প্রথম শ্রেণি

মাসুমা, দ্বিতীয় শ্রেণি

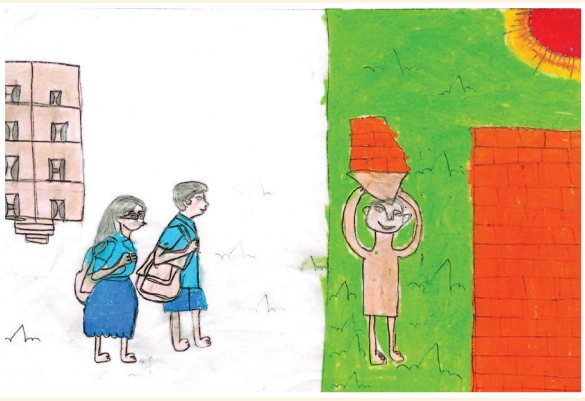
নিলুফা আক্তার, দ্বিতীয় শ্রেণি

সুমাইয়া খাতুন, তৃতীয় শ্রেণি

প্রিয়ংকা, তৃতীয় শ্রেণি

ইশরাত, তৃতীয় শ্রেণি

সুমাইয়া খাতুন, সপ্তম শ্রেণি

জিম আক্তার, অষ্টম শ্রেণি

বীথি খাতুন, অষ্টম শ্রেণি

রূপন্তী, নবম শ্রেণি

আরশি আক্তার, একাদশ শ্রেণি

কৃষি-পরিবেশ ও জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষি বিষয়ক বহুপক্ষীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

উইমেন ইনিশিয়েটিভ ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় একশনএইড বাংলাদেশ এবং সহযোগী সংস্থার অংশীদারিত্বে যুব নেতৃত্বে "কৃষি-পরিবেশ ও জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষি বিষয়ক বহুপক্ষীয় সংলাপ" অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩০ এপ্রিল ২০২৬ কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার অফিসার্স ক্লাবে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচির শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধন ও পরিচিতি পর্ব সম্পন্ন হয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মো. রবিউল ইসলাম, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস), ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। এরপর মূল প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন মোছা. সিমু শেখ, যুব সদস্য, সৃজনী ইয়ুথ গ্রুপ, ফুলবাড়ী। পুরো সেশনটি সঞ্চালনা করেন ঝরনা বেগম, প্রজেক্ট অফিসার, ইউএসএস।

সংলাপে যুব প্রতিনিধি, নারী কৃষক এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডাররা কৃষি খাতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষভাবে নারী কৃষকের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, কৃষি সহায়তা বণ্টনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং নতুন কৃষকদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি গুরুত্ব পায়। পাশাপাশি যুব ও নারী কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী যুব ও নারী কৃষকদের একটি তালিকা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিকট হস্তান্তর করা হয়, যাতে তারা সহজে সরকারি সেবা, প্রণোদনা ও কৃষি সহায়তা পেতে পারেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফুলবাড়ীর প্রতিনিধি মো. আশরাফুল আলম কৃষি খাতে যুব ও নারী কৃষকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সরকারি প্রণোদনা ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। একই অধিদপ্তরের মো. ইউসুফ আলী সাউদ টেকসই কৃষি উন্নয়নে নারী ও যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব উল্লেখ করে নারী কৃষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সহায়তা কার্যক্রম জোরদারের আহ্বান জানান।

কমিউনিটি সার্কেল সদস্য মোছা. হালালী বলেন, নারী ও যুব কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সহজলভ্য করা প্রয়োজন। যুব সদস্য মো. আতিকুর রহমান মাঠ পর্যায়ে সহায়তা বণ্টনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান এবং মো. মনু সরকার নারী ও যুবদের অধিকহারে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেন।

আয়োজকদের মতে, এ বহুপক্ষীয় সংলাপ কৃষি খাতে যুব ও নারী অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সরকারি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। অনুষ্ঠানটি আলোচনার মাধ্যমে সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ

মেহেদী হাসান, কমিউনিটি জর্নালিস্ট(সিজেজি) সদস্য

অপরিণত বয়সে বিয়ে করাই হচ্ছে বাল্য বিবাহ। আমাদের দেশে অনেক ছেলে মেয়ের কৈশোর বিয়ে হয়ে যায়। কিছু কিছু অভিভাবকের মাঝে তাদের ছেলে-মেয়ের খুব কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বাংলাদেশে বিবাহ নিবন্ধন আইন অনুসারে ২১ বছরের কম বয়সী একজন ছেলে এবং ১৮ বছরের কম বয়সি মেয়ের বিবাহ করা আইনত নিষিদ্ধ বাল্যবিবাহ রোধে বাংলাদেশ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ নামে একটি আইন রয়েছে।এই আইন অনুযায়ী বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর বয়স কমপক্ষে ১৮ এবং পুরুষের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।এই বয়সের আগে কোন মেয়ে বা ছেলের বিয়ে দেওয়া আইনত অপরাধ। এলাকায় কোন বাল্যবিবাহ হতে দেখলে বা শুনলে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বা চেয়ারম্যান, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা কমিশনার, উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলার তথ্য সেবা কর্মকর্তা, তথ্য আপা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যেকোনো একজনকে জানাতে পারি।তিনি ওই বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে পারবে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।যদি নতুন কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মোকাবেলার চেষ্টা করব এবং প্রয়োজন হলে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত কারো সহযোগিতা নিব। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন সেবা সংগঠনের কাছ থেকেও সহযোগিতা চাইতে পারি। একে অপরকে সহযোগিতা করব এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা চাইবো। এভাবেই আমরা দায়িত্ব নিয়ে চ্যালেঞ্জ ব্যবস্থাপনা করব।

আমার স্বপ্ন

মিম, কমিউনিটি জর্নালিস্ট (সিজেজি) সদস্য

আমার নাম মিম। আমার বাবার নাম মফিজুল হক। আমার মায়ের নাম মোমিনা খাতুন। আমার একটা ভাই আছে সে নার্সারিতে পড়ে। আমি চতুর্থ শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। আমি আমার বাবা মায়ের প্রথম সন্তান আমি পড়াশুনার পাশাপাশি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে এসে অনেক কিছু শিখতে পারছি যেমন আমি আগে বড়দের সামনে ভালো করে কথা বলতে পারিনি। কারণ কথা বলতে গেলে ভয় কাজ করতো, গলা কাঁপতো, এখন আমি অনেক পরিবর্তন হয়েছি। শিশু বিকাশ কেন্দ্রে এসে আমার জীবনের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমার স্বপ্ন হচ্ছে পড়াশুনা শেষ করে বড় একটা চাকরি করব। সমাজের পাশে দাঁড়াবো উন্নত সমাজ গড়ে তুলবো।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও পরামর্শ দান (মেন্টরশিপ) কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

উইমেন ইনিশিয়েটিভ ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (W4CD) প্রকল্পের আওতায় অ্যাক্টিভিস্টস কুড়িগ্রাম কর্তৃক উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (BDGmGm) এবং একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন (Political Empowerment) মেন্টরশিপ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ মে ২০২৬ কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার ইয়ুথ হাব-এ এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

দিনব্যাপী আয়োজিত এ কর্মসূচিতে মোট ২৫ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে ১৪ জন নারী ও ১১ জন পুরুষ। কর্মসূচির শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে পরিচিতি পর্ব সম্পন্ন করেন মো. নুরন নবী ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার, ইউএসএস। সেশনটি পরিচালনা করেন মো. নাহিদুল ইসলাম, ইনস্পিরেটর, একশনএইড বাংলাদেশ।

কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল তরুণদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়ন, মানবাধিকার বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের সামাজিক পরিবর্তনের সক্রিয় অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলা।

সেশনে মানবাধিকার ও এর গুরুত্ব, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR), অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (Rights-Based Approach), অধিকারধারী ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের ভূমিকা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যের কাঠামোগত কারণ, রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক, জবাবদিহিতা, নেতৃত্ব বিকাশ, স্থানীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি এবং পাওয়ার ম্যাপিং বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

অংশগ্রহণকারীরা দলীয় আলোচনা, কেস স্টাডি, রোল-প্লে এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের কমিউনিটির সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেন এবং সেগুলো সমাধানের কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা শনাক্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং প্রমাণভিত্তিক অ্যাডভোকেসি পরিচালনার প্রাথমিক দক্ষতাও অর্জন করেন।

কর্মসূচি শেষে অংশগ্রহণকারীরা জানান, এ মেন্টরশিপ তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে এবং নেতৃত্ব ও নাগরিক অংশগ্রহণে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। তারা ভবিষ্যতে নিজ নিজ এলাকায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ এবং কমিউনিটি উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

রিতু আক্তার (২২) বলেন, "আগে মানবাধিকার সম্পর্কে আমার ধারণা খুব সীমিত ছিল। এই সেশনের মাধ্যমে আমি আমাদের অধিকার, দায়িত্ব এবং অধিকার লঙ্ঘিত হলে কীভাবে প্রতিকার চাইতে হয় তা জানতে পেরেছি।"

মিস জান্নাতুন ফেরদৌসি লুবনা (১৬) বলেন, "আগে অধিকার আর মৌলিক চাহিদার পার্থক্য জানতাম না। এখন বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি, যা আমার দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগবে।"

মো. নিলয় (২২) বলেন, "আমরা সবাই অধিকারধারী এবং আমাদের অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের। এই জ্ঞান আমাকে নিজের অধিকার নিয়ে কথা বলার সাহস দিয়েছে।"

আয়োজকদের মতে, এ কর্মসূচি তরুণদের নেতৃত্ব, রাজনৈতিক সচেতনতা, নাগরিক দায়বদ্ধতা এবং অধিকারভিত্তিক অ্যাডভোকেসি দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, যা একটি অধিক ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে সহায়তা করবে।

শিশুশ্রম প্রতিরোধ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

শাওন, কমিউনিটি জর্নালিস্ট (সিজেজি) সদস্য

১৭ জুন ২০২৬ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় উইমেন ইনিশিয়েটিভ ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (W4CD) প্রকল্পের আওতাধীন ১০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে একযোগে শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে চাইল্ড ফোরাম সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

প্রতিটি সেশনের শুরুতে ফ্যাসিলেটররা শিশুশ্রমের কারণ, এর ক্ষতিকর প্রভাব এবং সমাজে এর ফলে সৃষ্ট দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। একই সঙ্গে শিশুদের অধিকার রক্ষা ও সমাজ গঠনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

আলোচনার পর শিশুদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তারা শিশুশ্রম প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন বার্তা তাদের ছবির মাধ্যমে তুলে ধরে। প্রতিযোগিতায় শিশুরা তাদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে শিশুশ্রমের ক্ষতিকর দিকগুলো ফুটিয়ে তোলে।

চিত্রাঙ্কন শেষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী শিশুদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

সবশেষে অংশগ্রহণকারী শিশুরা ভবিষ্যতে শিশুশ্রম প্রতিরোধে সচেতন ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

তৃণমূল বার্তা

সম্পাদকীয়

১৫তম সংখ্যা • জুন ২০২৬

এলআরপি ৫২

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ

মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রচেষ্টা সেই সকল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা। তৃণমূল বার্তার সপ্তম সংখ্যায় কিছু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। যাদের ছোট ছোট উদ্যোগ, পরিশ্রম এবং সাফল্য যা আমাদের অকল্পনীয় ছিল সেই সকল নারী ও শিশুদের কথা এই সংখ্যায় জানাতে চাই। প্রিয় সুধী এর আগে আপনাদেরকে কিছু কিছু অধিকারভোগী, তাদের সৃষ্টিশীল ও সাহসী কর্ম প্রচেষ্টার কথা জানিয়েছিলাম। আপনারা জানেন বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন দিক থেকেই পিছিয়ে। এখানে কলকারখানা খুবই কম, একমাত্র কৃষি কাজ ছাড়া তেমন কোন কাজের সুযোগ খুবই কম বললেই চলে।

তাই এই এলাকায় মৌসুমী বেকারত্ব দেখা দেয়। আবার এর কারণে এলাকার কর্মক্ষম পুরুষরা বেশিরভাগ সময় কাজের তাগিদে এলাকার বাইরে থাকে। এ অঞ্চলের নারীদের গৃহস্থালী কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজের সুযোগ খুবই কম। তবে বর্তমানে নারীরা একটু একটু করে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে যুক্ত হচ্ছে। দাম বৃদ্ধিজনিত কারণে শুধুমাত্র পুরুষের আয়ের উপর নির্ভরশীল থাকলে দারিদ্র যে দূর হবেনা, পাশাপাশি শিশুরাও তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মেয়ে শিশুদের প্রতি অবহেলা ও কাঠামোগত সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া বাল্যবিবাহের কবল থেকে রক্ষায় এলআরপি-৫২ বিকল্প কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শীতকালীন সময়ে শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০০০ স্পন্সরশীপ শিশুকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়েছে। ঝরে পড়া রোধ ও লেখাপড়া চালিয়ে যেতে ১৪টি শিশুবিকাশ কেন্দ্রে শিক্ষা দিবস পালন করা হয়েছে সেখানে অংশগ্রহণ করেছে ২৫৭ জন শিশু। এছাড়াও ২৬৫০ জন শিশুদেরকে জলবায়ু সম্পর্কে সচেতনতা করতে এবং গাছ লাগানোর গুরুত্ব বজায় রাখতে ৭৯৫০টি গাছের চারা প্রদান করা হয়। নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দুইটি লোককেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। যাতে শিশুরা বাল্যবিয়ের পরিবর্তে নিজেদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে এবং সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এই পিছিয়ে পড়া নারী ও শিশুদের এগিয়ে নিতে এবং নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযেগিতায় উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় স্থানীয় অধিকার ভিত্তিক কর্ম প্রেয়াস (এলআরপি-৫২) এর উইমেন ইনেসিয়েটিভস ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ২০১৯ সাল থেকে কাজ করে আসছে।

রুবেল মিয়া
স্পন্সরশীপ অফিসার
এল আরপি-৫২ ইউএসএস কুড়িগ্রাম

সম্পাদকীয়

একশনএইড বাংলাদেশ ১৯৮৩ সাল থেকে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংস্থাটি বিশেষভাবে নারী, শিশু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এই উদ্যোগগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একশনএইড বাংলাদেশ ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের আওতায় ২৩টি শিশু সাংবাদিক দল গঠন করেছে। এসব দলের সদস্যরা নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংবাদ লেখা, ছবি তোলা, আশপাশের সমস্যা চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহ এবং লেখনীর মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের কৌশল শিখছে। তারা শুধু নিজেরাই শিখছে না, বরং সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্য শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিচ্ছে।

শিশু সাংবাদিকরা আজ নিজেদের সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে। তারা নারী ও শিশুদের নানা বাস্তব সমস্যা, সম্ভাবনা ও অপ্রকাশিত গল্প তুলে ধরছে সাহসিকতার সঙ্গে। প্রতিবছর তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশিত 'তৃণমূল বার্তা' স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে পৌঁছে যায়, যা নীতিনির্ধারণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখানেই তাদের কাজের পরিসর শেষ নয়। শিশু সাংবাদিকদের লেখা ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হচ্ছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

আমরা বিশ্বাস করি, আজকের এই শিশু সাংবাদিকরাই আগামী দিনের সচেতন নাগরিক, মানবাধিকারকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী এবং পরিবর্তনের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে। তাদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করা মানে একটি ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও শিশু-বান্ধব সমাজ গঠনের পথকে আরও সুদৃঢ় করা। এই বিশ্বাস নিয়েই একশনএইড বাংলাদেশ শিশুদের ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

একশনএইড বাংলাদেশ